মিশন নির্মল বাংলা {স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীন)}

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ❖ সকলের জন্য পারিবারিক শোচাগার সুনিশ্চিত করা ও সুস্থায়ী করন .
- ❖ কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থরে নিরাপদ নিষ্কশনের মাধ্যমে স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তোলা।
- ❖ আর্সেনিক ও জীবানু মুক্ত পানীয় জল ব্যবহার করা।
- ❖ সকলের জন্য পানীয় জল বছরে অন্তত দুইবার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা এবং এ বিষয়ে নিকটস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের জল সংগ্রাহকের সাথে যাগাযোগ রাখা।
- ❖ প্লাস্টিক মুক্ত জেলা গড়ে তোলা।
- ❖ পুকুরের জলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- ❖ শৌচক্রিয়ার পর ও খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া।
- ❖ নলকুপের ব্যবহৃত জলকে নিদৃষ্ট শোষক গর্তে ফেলা।
- ❖ গ্রামীন এলাকার সঠিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহযোগীতা করা ও বিভিন্ন পতঙ্গ বাহিত রোগ ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এই প্রকল্পের সাফল্যের পরিসংখান নিম্নে উল্লেখ করা হল -

পারিবারিক স্তরে ২০০১ সাল ও পরবতীতে ২০১০ সালের লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী সমস্ত পরিবারে শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। পুনরায় ২০১২ সালের সমীক্ষার পর ১৮১৪৪৯টি পরিবারে শৌচাগার তৈরী করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়,যা সম্পূর্ণ রুপে নির্মান করার পর বিগত ১৯শে সেপ্টম্বর,২০১৬ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্ত২৪ পরগনা জেলাকে নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষনা করেছেন,যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০১৮-১৯ সালে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মানুষের পরিসংখ্যান ও পরিবারের ক্রমবর্ধমান হারকে মাথায় রেখে প্রতিটি পরিবারের মধ্যে শৌচাগার পৌছে দেওয়ায় আমাদের লক্ষ্য। সেই জন্যই আরো ১০৫০৫৯ টি পারিবারিক শৌচালয় নির্মান করায় কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে। World Bank এর সহযোগিতায় এর পাশাপাশি

শৌচমুক্ত জেলার মর্যাদাকে আক্ষুন্ন রাখার জন্য আমরা দৃর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ । সেকারন বিভিন্ন প্রচার প্রসার মূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যা বাস্তবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিছু কিছু হতে চলেছে।

Community Sanitary Complex

জনবহুল এলাকায় মানুষ যাতে সহজ ও সুলভ মূল্যে আত্মমর্যাদার সঙ্গে শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় নূতন করে আরো ৭৩টি Community Sanitary Complex নির্মান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দিনে যার পরিসংখ্যান ছিল জেলার ২২টি ব্লকে ১৬২ টি। এই শৌচাগার ব্যবহার করার উপকারিতা কি বাজার , হাট , শ্মশান, বাসস্ট্যান্ড এর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তা বুঝতে পারবে বা তাদের মনে শৌচাগার ব্যবহার করার সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলিকে নির্মল ও পরিচ্ছনন রাখা যাবে।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রে শৌচাগার

শিশু মনের বিকাশ ঘটানোর জন্য বাব-মা যেমন বাড়ীতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দিয়ে থাকেন সেই ভাবেই ছোট ছোট শিশুদের শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস তৈরি করা ও স্কুলের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ রাখার লক্ষে ২২টি ব্লকের আরো ৪০০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ও ১২০টি বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মান করা হয়েছে। বিগত দিনে প্রাথমিক , মাধ্যমিক ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের অব্যবহার যোগ্য শৌচাগারগুলি ব্যবহার উপযোগী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২২টি ব্লকের ১১০০টি বিদ্যালয়ের শৌচাগার ও ৪৪টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের শৌচাগারগুলি ব্যবহার উপযোগী গড়ে তোলার কাজ পরিপূর্ন করা হয়েছিল। ।

প্রচার ও প্রসার মূলক কাজ:

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান প্রযুক্তেই প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাকে শৌচমুক্ত জেলার মর্যাদাকে অটুট রাখার লক্ষে ও গ্রামের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে ২টি করে দেওয়াল লিখন ও প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে ODF Board লেখার কাজ শেষ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মেলায় স্টলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার চলছে।

কঠিন ও তরল বর্জ ব্যবস্থাপণা :

শিক্ষা যেমন মনের বিকাশ ঘটায় পরিচ্ছন্নতা তেমন শারিরীক বিকাশের পরিপুরক । গ্রাম, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যাবস্থাপণাকে তুলে ধরা হয়েছে যা SLWM নামে পরিচিত। এই SLWM এর

লক্ষ হল কি ভাবে সমাজকে দূষণ মুক্ত করা যায় এছাড়া বর্তমানে প্লস্টিক জাতীয় বর্জ পদার্থ দ্বারা যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তা থেকে মুক্ত হওয়া ও ঐ প্লাস্টিক জতীয় পদার্থকে কি ভাবে আন্য কাজে ব্যবহার উপযোগী করা যায় তার পরিকল্পনা রচনা করার অন্যতম প্রন্থা হল SLWM. SLWM এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা, ময়লা জলকে শোধন করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যা একদিন সমাজ তথা গ্রাম ও শহরের মানুষকে নূতন দিশা দেখাবে। এই জেলার ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে SLWM এর কাজ চলছে। ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে SLWM এর পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। ১০টির কাজ প্রান্তিক স্তরে শুরু হতে চলেছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে

১২টি ও হাসপাতালে ৩টি কঠিন ও তরল বর্জ ব্যবস্থাপণার কাজ শুরু হয়েছে। ৫টি DPR তৈরির কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে ।

পরিশুদ্ধ পানীয় জল:

জলের আপর নাম জীবন । সেই জলকে যদি পরিশুদ্ধ ভাবে সমস্ত জনজীবনে পৌঁছানো না যায় তহলে জনজীবনকে রোগগ্রস্থ করা তুলবে। জল বাহিত কোনো রোগ যাতে গ্রাম ও শহরের মানুষকে আচ্ছন্ন করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের জেল কাজ করে চলেছে। সেজন্য জেলার ৩৩ টি Water ATM এর কাজ শুরু করা হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ১৫০টি গভীর নলকূপের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।